চাহিদা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগধন্য কাহিনী অবলম্বনে

একতা প্রোডাকসন্স-এর প্রথম নিবেদন

আ হ্বা ন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : ... অমূল্য বসু

সঙ্গীত পরিচালনা : ... পঙ্কজ কুমার মল্লিক

গীতিকার : শৈলেন রায়, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ : ... অমূল্য বসু

সম্পাদনা : ... সুবোধ রায়

শিল্প নির্দ্দেশনা : ... সুনীতি মিত্র

শব্দ ধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, সুজিৎ সরকার, শ্যামসুন্দর ঘোষ, সুশীল সরকার সুনীল ঘোষ

রূপসজ্জা : ... সুধীর দত্ত

তত্ত্বাবধান : ... সুনীল বসু

কণ্ঠ সঙ্গীত : ... পঙ্কজ কুমার মল্লিক, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ম্মলা মিশ্র, জানকী দত্ত

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : সতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ মণ্ডল ।। চিত্রগ্রহণ : বৈদ্যনাথ বসাক, ফটিক মজুমদার ।। শব্দধারণ : রথীন ঘোষ, অনিল নন্দন সঙ্গীত পরিচালনা : জানকী দত্ত, কানাই মুখোপাধ্যায় ।। সম্পাদনা : নিমাই রায় ।। শিল্প নির্দ্দেশনা : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ঘোষ ।। রূপসজ্জা : বিজয়, সুরেশ, শম্ভু, ভীম ।। তত্ত্বাবধান : সুবোধ পাল, গোকুল বালা, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণাঘাট) ।। আলোকসম্পাত : দুলাল শীল, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই শীল, জগু, শৈলেন, হরিপদ ।

পরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ ।। স্থিরচিত্র গ্রহণ : ষ্টুডিও এড্‌না লরেঞ্জ ।। পরিচয় লিখন : শৈলেন দে

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি, নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও ও রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে ষ্টেনসিল হফ্‌ম্যান, রীভ্‌স অ্যালটেক ও আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ।। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকান্তি বসু ।। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ।। শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু ।। শ্রীদেওজী ভাই, শ্রীবিজয় ঘোষ (ক্যামেরা ম্যান ।। শ্রীসত্যনারায়ণ কর্ম্মকার ।। শ্রীবদ্রিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণাঘাট) ।। শ্রীশৈলেশ বিশ্বাস (হিজুলি) ।। শ্রীঅমিয় মিত্র মুস্তাফী ।। শ্রীসিরাজ গঙ্গোপাধ্যায় (হিজুলি) মিণ্টুবাবু, শেখ জলিল (বোলপুর) ।। শ্রীসুনীল সেন ।। শ্রীনির্ম্মল ভৌমিক (এটর্নী) ।। শ্রীঅনিল ব্যানার্জ্জী (রাণাঘাট) ।। ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস ।

ফিলিপস্ রেডিও ।। উদয়ন সংঘ পাঠাগার (হিজুলি) ।। শিবপুর বিজয়ী সংঘ

পরিবেশনা : **সিনে ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

কাহিনী

'অ মোর গোপাল' ! পথ চলতে চকিতে ফিরে দাঁড়ায় বিমল। বিস্মিত দৃষ্টি ফেরায়। না—মনেরই ভুল।

তরুণ অধ্যাপক লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতই উড়ে চলে আজ। অনেক কাজ তার নিমন্ত্রণগুলো সারতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হবে। পছন্দ করে খুব সুন্দর শাড়ি একখানা কিনতে হবে।

'অ মোর গোপাল' !—আবার সেই আহ্বান। কিন্তু এ যে রহিমের মারই কাতর কণ্ঠ !

কলকাতার কৃত্রিম আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছিল তরুণ অধ্যাপক। ছুটেছিল তাদের গ্রামের স্বভাবসুন্দর পরিবেশে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে। কে জানত সেখানে অপেক্ষা করছে তার জীবনের চরম দুটি পাওয়া। একটি মিনি। প্রস্ফুট এক কমলকলিকা। আর একটি—অমূল্য এক মাতৃহৃদয়। রহিমের মা। মা পেলো ছেলেকে। ছেলে পেলো মাকে। জাতের বিচার সেখানে তুচ্ছ হয়ে গেল। পরের কল্যাণে নিজেদের এমন উজার করে বিলিয়ে দিতে পারে যারা তাদের বুঝি একটি জাতই হয়। মায়ের জাত।

'গোপাল একবার আলি না বাবা !'

না—আর তো ভুল হবার নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য—এ আহ্বান এমন ক'রে এতদূরে পৌঁছয় কি করে ! মোড় ফেরে বিমল। ছুটে যায় ষ্টেশনের দিকে। তাদের গ্রামের পথে। বুঝি একটা মস্ত বড় ক্ষতি হতে বসেছে তার সেখানে।

হু হু করে ট্রেন ছুটে চলে বিমলের ব্যাকুল মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মনের পটে একে একে ভেসে উঠতে

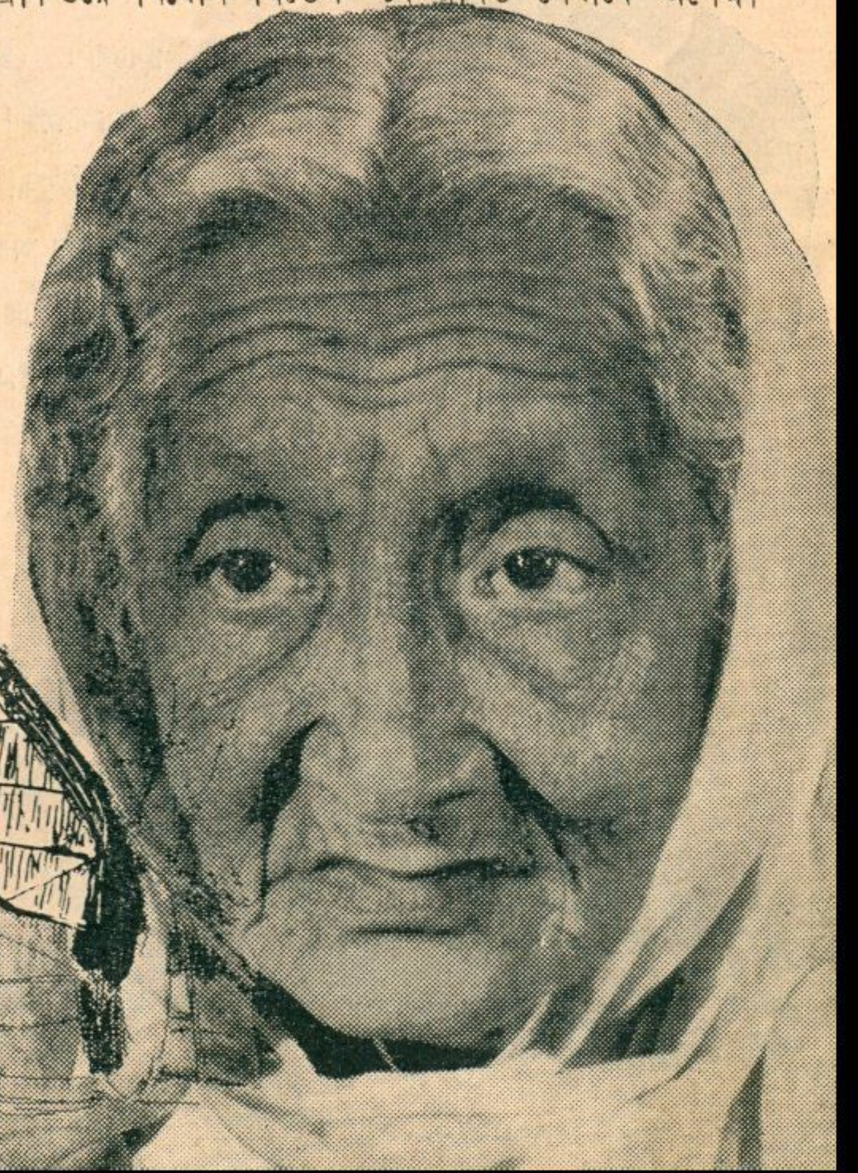

থাকে দরিদ্রা মুসলমান রমণীর অফুরন্ত স্নেহভাণ্ডারের কথা। কত লাঞ্ছনা গ্লানিই না নিজের অক্ষম অপটু দেহ পেতে নিয়েছে সে মিনির সঙ্গে তার গোপালের বিয়ের উদ্যোগে। গাঁয়ের সরলা মেয়েদের সর্বনাশ করতে শহুরে বাবুদের কুটনী নাকি সে। ধুলোয় অবলুণ্ঠিত হয়েছে তার খুদকুঁড়ো দিয়ে কেনা শাড়িখানি—মিনির বিয়েতে তার স্নেহের দীন যৌতুক। দুরূহ অপবাদ মাথায় নিয়ে বিমলকেও ছাড়তে হয় গ্রাম। কাছের মিনি হয়ে দাঁড়ায় সুদূর নীহারিকা।

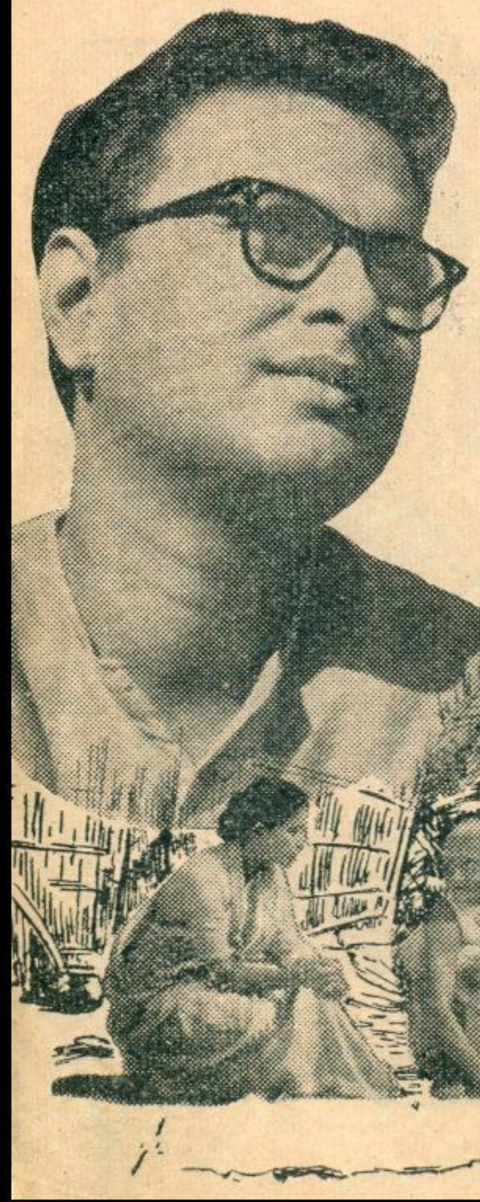

গোপাল। বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহের সম্ভাষণ। যে স্নেহে কোন খাদ নেই। কতই না বিরক্ত হয়েছে, বিব্রত হয়েছে বিমল তার অনাবিল আন্তরিকতায়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়িতে তার গোপালের জন্যে লুকিয়ে নিয়ে আসা সযত্নরক্ষিত গাছের ফল ক'টি। চেয়ে-চিন্তে নিয়ে আসা খাঁটি দুধটুকু। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জীর্ণ কুটিরের দাওয়ায় বসতে দেবে গোপালকে—তাই তার কম্পিত হাতে বোনা চ্যাটাইয়ের আসনখানি। ধবধবে দুটি চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে আসে একদিন বিমল আর তার বন্ধুদের খাওয়াতে। অবুঝ স্নেহ। আচারপরায়ণ কাকার কাছে কি লাঞ্ছানাই হয় সেদিন সে হৃদয়বতী বৃদ্ধার। চিঁড়েগুলি ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে। সবার অলক্ষ্যে সে দান কুড়িয়ে না নিয়ে পারেনি বিমল সেদিন।

মনে পড়ে বিমলের অসুখের দিনের কথা। স্নেচ্ছ জননী তার ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বাইরের দরজায় ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে। শেষে আর পারেনি একদিন। হাড়কাঁপানো শীতের সন্ধ্যায় আপাদমস্তক গঙ্গার জলে চুবিয়ে একেবারে দাওয়ায় এসে ওঠে কাঁপতে কাঁপতে—'তোমাদের গঙ্গাজলে তো সবই শুদ্ধ হয়ে যায়। আমিও তাই গঙ্গাস্নান করে এসেছি আমার গোপালকে দেখতে।' বিমলের অতি শুদ্ধাচারী কাকাও সেদিন আর তাকে বাধা দিতে পারে নি।

আর পাপিয়া?

বুড়ির মায়ের মন চিনতে দেরি করে নি তাদের। শহরের মেয়ে পাপিয়া। প্রসাধিত রূপ আর উগ্র আধুনিকতায় মোহময়ী। অগ্নিশিখার মত পতঙ্গদের প্রলুব্ধ করে বুঝি শুধু দহন করতে। আ মিনির মত গ্রাম-কুসুমদের শুধু সহজ সুরভির ভীরু অহ্বান। হৃদয়হীন মেকী জৌলুসের চোখঝলসানি থেকে মিনির স্নিগ্ধ পল্লীশ্রীর মধ্যেই চেয়েছিল বিমল নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিন্তু পলাতক পতঙ্গের পিছনে ধাওয়া করে পাপিয়ারা—তাদের শহুরে উন্নাসিকতা আর বিলাস-বিভ্রমের চটক নিয়ে। সে অশুচি স্পর্শে নিমেষে যেন কলুষিত হয়ে যায় সব কিছুই। অশুভ আশঙ্কায় চোখের জলে মা-র বুকে মুখ লুকোয় মিনি। দোটানায় দ্বিধাগ্রস্ত বিমলও। শুধু রহিমের মা-র মাথাটা কেঁপে ওঠে বার বার—না না, আমি যে মিনিকেই ঠিক করে রেখেছি আমার গোপালের জন্যে!

—রূপায়ণে—

অনিল চট্টোঃ, সন্ধ্যা রায়, হেমাঙ্গিনী দেবী,
লিলি চক্রবর্ত্তী, গীতা দে

শিপ্রা মিত্র, শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু, নিভাননী দেবী, সুচন্দ্রা বিশ্বাস, শেলি পাল, প্রশান্ত কুমার, অনুপ কুমার, সুখেন দাস, প্রেমাংশু বসু, রমা পালিত, দুর্গা দাস, কেষ্ট দাস, পারিজাত বসু, সুনীত মুখোঃ, জগদীশ মণ্ডল, নব্যেন্দু চট্টোঃ, খগেশ চক্রবর্ত্তী, ভানু রায়, দেবনারায়ণ শর্ম্মা, অমল ভট্টাচার্য্য, গোরাশশী মণ্ডল, পুরুষোত্তম মিত্র, ফটিক মজুমদার, ক্ষুদিরাম সেন, কাত্তিক প্রামাণিক, পবিত্র ঘোষ, আনন্দ হাটী, পরেশ ঘোষ, কিরিটী পাঁজা, গোলাম মহম্মদ, সুভাষ প্রভৃতি।

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে :

'হে সখা বারতা পেয়েছি মনে মনে'
রবীন্দ্র-সঙ্গীতখানি ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

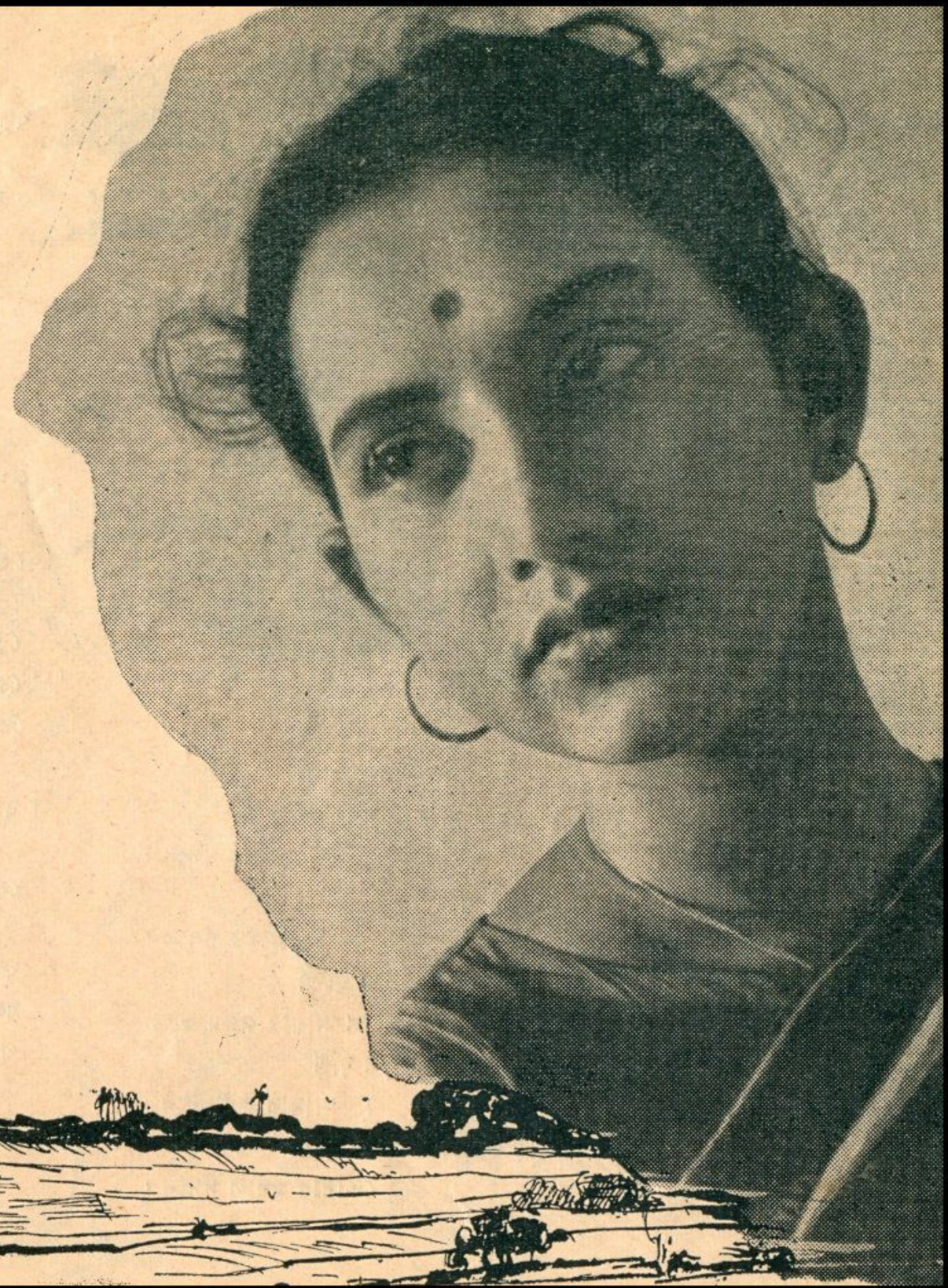

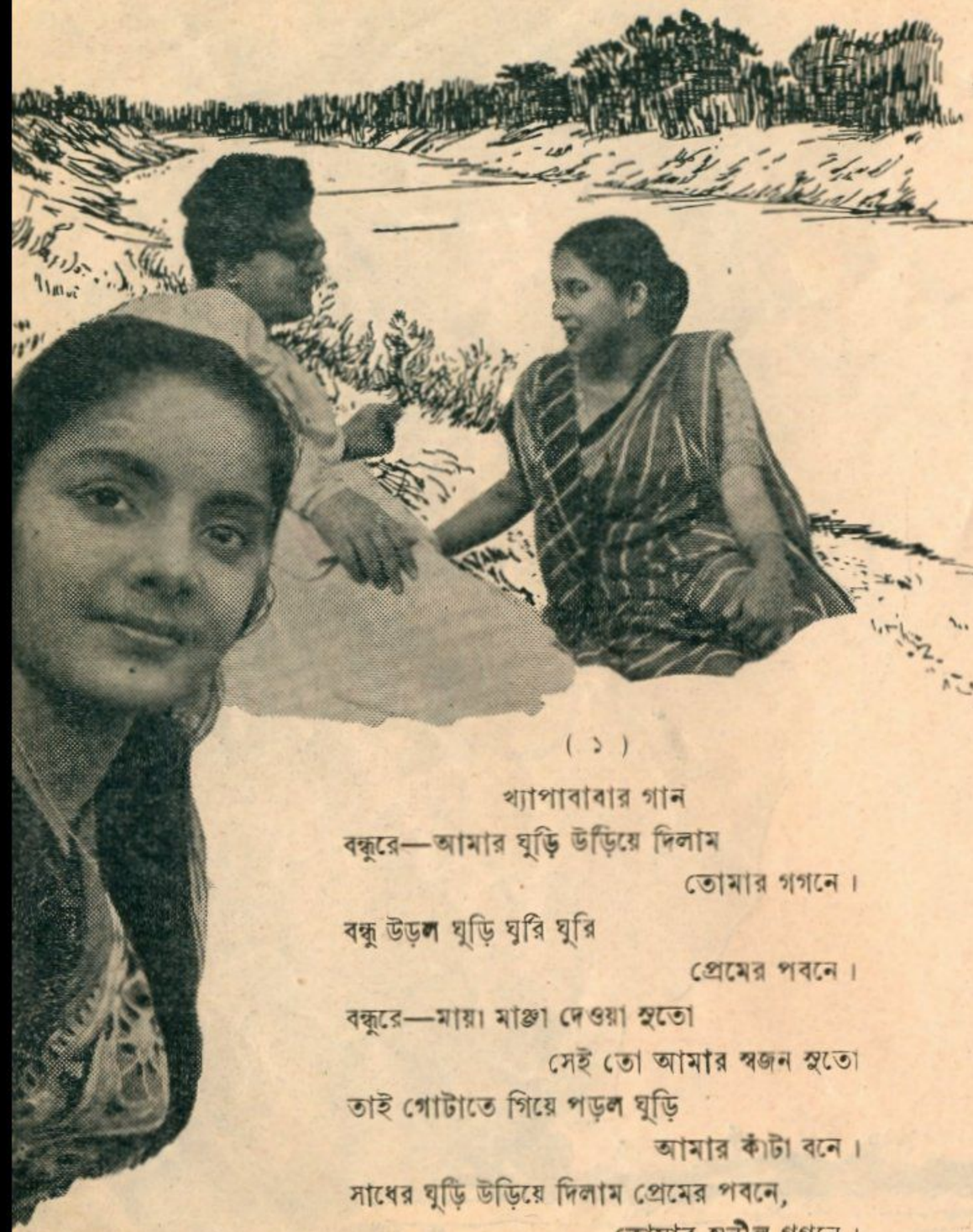

গান

(১)

খ্যাপাবাবার গান

বন্ধুরে—আমার ঘুড়ি উড়িয়ে দিলাম
তোমার গগনে।
বন্ধু উড়ল ঘুড়ি ঘুরি ঘুরি
প্রেমের পবনে।
বন্ধুরে—মায়া মাঞ্জা দেওয়া সুতো
সেই তো আমার স্বজন সুতো
তাই গোটাতে গিয়ে পড়ল ঘুড়ি
আমার কাঁটা বনে।
সাধের ঘুড়ি উড়িয়ে দিলাম প্রেমের পবনে,
তোমার সুনীল গগনে।
বন্ধুরে— আমার হাতে দিয়ে নাটাই
তুমি অচিনপানে দিলে হাঁটাই
এই হাঁ - না নিয়ে হানা-হানি চলছে দুজনে
কালীর ঘুড়ি উড়িয়ে দিলাম ভোলার গগনে॥

রচনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
কণ্ঠ : পঙ্কজ কুমার মল্লিক

(২)

খ্যাপাবাবার গান

তোরা যে জাত বিচারি জাত খোয়ালি
সব জাতে ভাই সেই নারায়ণ
তোরা যে পতিত করে পতিত হলি
দেখে পলায় পতিত পাবন।
তোরা ছুঁসনা এরে ছুঁসনা ওরে
দেখে ব্রহ্ম গেলেন দূরে সরে
তোরা দেখিস নাকি সবদেহে এক
পঞ্চভুতের প্রলয় নাচন।
মায়ের চুমা শিশুর হাসি
সে কিরে ভাই হয় অশুচি
সে যে জাত মানে না জাত জানে না
মরিস মিছে জাতকে খুঁজি।
ফুল ফোটে যে বাঁশী বাজে
বল্‌নারে তার জাত কি আছে
পঙ্কে যে ফুল পদ্ম ফোটে
সূর্য্য বলে সে মোর আপন॥

রচনা : শৈলেন রায়
কণ্ঠ : পঙ্কজকুমার মল্লিক

(৩)

পাপিয়ার গান

আজ যেন মোর মনের কথা
ফাগুন দিনের দখিন হাওয়ায়।
পলাশ ডালে লালে লালে
আকাশকে আজ খুশী পাওয়ায়।
পেয়েছি গো তোমার বাণী
তোমার প্রেমের পরশখানি
বৌ কথা কও আর কুহুর তানে
মধুমাসে গান সে গাওয়ায়।
ঋতুরাজের রাজা তুমি আমার ধরনীতে
প্রেমের স্রোতে যাব ভেসে তোমার তরনীতে।
মোর অধরে তোমার হাসি
রাখবো ধরে ভালবাসি
শুক্লাতিথির আভাস যেন
তোমার দুটী আঁখির চাওয়ায়॥

রচনা : প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
কণ্ঠ : নির্মলা মিশ্র

(৪)

খ্যাপাবাবা ও মিনির গান

হে সখা বারতা পেয়েছি মনে মনে
তব নিঃশ্বাস পরশনে
এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণ সমীরণে।

কেন বঞ্চনা কর মোরে কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে
দেখা দাও দেখা দাও দেখা দাও
চম্পকে রঙ্গনে দেখা দাও
দেহ মন ভরে মম নিকুঞ্জবনে
কিশুকে কাঞ্চনে দেখা দাও
কেন শুধু বাঁশরীর সুরে
ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে
যৌবন উৎসবে ধরাদাও দৃষ্টির বন্ধনে ॥

(রবীন্দ্র সংগীত)

কণ্ঠ : পঙ্কজ কুমার মল্লিক ও
কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

ফুলের বনে অলি এল গান গেয়ে,
মনের মানুষ এল এবার ছিলাম যারি পথ চেয়ে।
আলোর বাঁশী উঠল বেজে
কমল কলি এল সেজে
গন্ধে সুরে বাইছে খেয়া
কোন সে রসিক নেয়ে।

পাষাণ হৃদয় পরশ পাথর হয়ে
সোনার স্বর্গে যায় যে আমায় লয়ে।
নতুন সকাল এগিয়ে এল
সোনার দুয়ার খুলে গেল—
ভোরের শিশির মুক্তা হল
উষার আলো পেয়ে ॥

রচনা : প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

পরবর্ত্তী এই সিনে ফিল্মস রিলিজটিও সাধারণোত্তর গুণের হবে—

শান্তি

নরেন্দ্র নাথ মিত্রের
"ভুবন ডাক্তার"
অবলম্বনে

পরিচালনা : দয়াভাই
সঙ্গীত : ওস্তাদ আলি আকবর
চলচ্চিত্রায়ন : সুধীশ ঘটক

শ্রেঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
সন্ধ্যা রায় : মালবিকা গুপ্তা
পদ্মা দেবী : অপর্ণা দেবী
কালী সরকার : তুলসী চক্রবর্ত্তী

জুবিলী প্রেস ১৫৭।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সিনে ফিল্মস প্রাঃ লিঃ
৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত.....